দৈনিক ইত্তেফাক

05 NOV 1986

তারিখ 05 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কচি-কাঁচার আসর

পরিচালক
দাদাভাই

কুদরাত-এ-খুদা যখন ছাত্র ছিলেন

জমায়েত আলী

কুদরাত-এ-খুদা তখন সবে-মাত্র কলেজ জীবনে পদার্পণ করেছেন। স্কুল জীবনের তুলনায় এ জীবন অনেকটা ভিন্ন ধরনের। এ জীবনে পড়াশুনা আছে কিন্তু স্কুলের মত পড়া আদায়ের কোন তাগিদ নেই। শুনতে হয় না শিক্ষকদের বকুনি। পড়া না করার দরুন শাস্তিরও কোন ভয় নেই। কলেজের জীবন অনেকটা স্বাধীন।

কিন্তু কুদরাত-এ-খুদার কাছে এ জীবন ছিল সাধনার জীবন। কষ্ট ও পরিশ্রমের জীবন। গল্প গুজবে অহেতুক মূল্যবান সময় তিনি নষ্ট করেননি। দিনের পড়া দিনেই তৈরী করে ফেলতেন। এটি ছিল তাঁর রুটিন মাফিক কাজ। এ কারণে ক্লাসে শিক্ষক-দের টুকিটাকি প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হতো। শিক্ষকগণও তাঁকে মনেপ্রাণে ভাল বাসতেন।

অজানাকে জানার অদম্য আগ্রহ ছিল কুদরাতে-এ-খুদার মধ্যে। কোন কিছুর প্রসংগ উঠলে তা খতিয়ে দেখতে হবে। তার সত্যতা যাচাই করতে হবে। এমনকি সম্ভব হলে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণও করতে হবে। এটাই ছিল তাঁর ছাত্র জীবনের বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্যের গুণে তিনি বিজ্ঞানের ভুবনে বিশেষ আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছাত্র জীবনের এমনি একটি ঘটনা। প্রতিদিনের মত সেদিনও ঘড়ির কাঁটা ক্লাস শেষ হবার সময় সংকেত দিল। হৈ-হুল্লোড় করে সবাই বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে। ছুটির আনন্দে সবাই উল্লসিত। কিন্তু কুদরাত-এ-খুদার মনে কোন উল্লাস নেই। মিতভাষী, শান্তশিষ্ট এবং নম্র স্বভাবের এই ছাত্রটির মন যেন কিসের চিন্তায় আচ্ছন্ন। ক্লাসটি ছিল রসায়নের। ফসফরাস নিয়ে পড়ানোর সময় শিক্ষক জানা-লেন, ফসফরাস এমন একটি মৌল যা উত্তপ্ত পানি তাপে তাড়িত হয়ে জমানো যন্ত্রের নলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং যন্ত্রের নলে তার স্বদীপন দেখা দেয়।

এই বিষয়টি নিয়েই বালক ছাত্রটির মাথায় চিন্তার বোঝা নেমে এসেছে। আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে স্বদীপন দেখার। সে জানে, যে জ্ঞান পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় সেটাই বিজ্ঞান। কাজেই পরীক্ষার দ্বারা এটি প্রমাণ করতেই হবে। বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষাগারের তত্ত্বাবধায়-কের সাথে বালকটির আলোচনা হলো। অনেক কষ্টে সে তত্ত্বাব-ধায়ককে রাজী করালো। এরপর শুরু হলো স্বদীপন দেখার পরীক্ষা।

হেমন্তের শেষ বিকেল। শীতের আমেজ লেগেছে আব-হাওয়ায়। পশ্চিম আকাশে সূর্য্য রক্তিম আভা ছড়িয়ে বিদায়ের হাতছানি দিচ্ছে। আর বলিয়ে-দিচ্ছে গবেষণাগারের দেওয়ালে রক্তিম আভার পরশ। গবেষণাগার ক্রমশঃ আঁধারে ডুবে গেল। সেদিকে বালকটির খেয়াল নেই। আরো কিছুক্ষণ চললো পরীক্ষা। হঠাৎ অধীর আগ্রহে সে দেখলো কাঁচের পরীক্ষা নলে বহু আকাংক্ষিত সেই স্বদীপনের আবির্ভাব ঘটেছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বালক-টির মন ভরে গেল আনন্দে।

এমনিভাবে হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছে ডঃ কুদরাত-এ-খুদার ছাত্র জীবন। লেখা-পড়ার প্রথম হাতে-খড়ি দেবার পর থেকে শুরু হয়েছে এই পরীক্ষা। এই পরীক্ষা কেবল গবেষণার ক্ষেত্রে নয়, ভাষা শিক্ষা থেকে শুরু করে বিনয়ী, নম্র, সততা ও পরিশ্রমী হবার কঠিন পরীক্ষা। শিক্ষকের প্রতি অনুগত ও বিনয়ী হবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তাঁকে তামাকও সাজাতে হয়েছে। এগিয়ে দিতে হয়েছে হুক্কার কলকে শিক্ষকের দিকে অতি দরদের সাথে।

অপরদিকে গ্রাম্য পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজে তাকে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে ভাষার সাথে। ক্লাসে কথা বলতে হয়েছে উর্দু, ফার্সী, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষায়, আর বাসায় কথা বলতে হয়েছে বাংলায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, প্রতি পদে পদে নূতন ভাষার সাথে পাঞ্জা লড়েও তিনি সকল পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রথম, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে প্রত্যেকটি স্কলারশীপ লাভের সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। ম্যাট্রিক ও আই, এস, সি পরী-ক্ষায় হয়েছেন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ।

তখনকার দিনে স্কুলে ও কলেজে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল নেহায়েৎ নগণ্য। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ডঃ কুদরাত-এ-খুদা রসায়নে এম, এস, সি পরীক্ষায় তাঁর নিকট-প্রতিদ্বন্দ্বীর চাইতে ৮১ নম্বর বেশী পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধি-কার করেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষার ইতিহাসে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। আর এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের দরুন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশীপ পাওয়ার পথ তাঁর জন্যে সুগম হয়ে ওঠে।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...